মানভূম সংবাদ

9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99

নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২০৮ সংখ্যা | পুরুল্যা | ৩১ অক্টোবর, ২০২৪, বৃহস্পতিবার | ১৪ কার্ত্তিক, ১৪৩১ | দাম ৩ টাকা | মোট পৃষ্ঠা ৮

26 yr 208 Issue | Purulia | 31 October, 2024, Thursday | 14 Kartik, 1431 | Price- Rs.3.00

শর্ত মেনে নয়, আবাস যোজনার বাড়ি 'মানবিক' দৃষ্টিভঙ্গিতে!

স্বজনপোষণ ও কারচুপির পথ প্রসস্থ হবে, মত বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ এবার কেন্দ্রের চাপানো শর্তে নয়। রাজ্যে আবাস যোজনার বাড়ি বিলি করার ক্ষেত্রে মানবিক অভিমুখ নেবে সরকার। মঙ্গলবার নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মন্ত্রীদের এই নির্দেশই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শস্য বিমা এবং আবাস যোজনার অর্থবিলির শর্ত কী হবে, এই নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, "কেন্দ্রের শর্ত অনুযায়ী নয়, আবাসের বাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অভিমুখ হবে মানবিক। বাংলা আবাস প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় শর্ত লাগু করা হবে না।" আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিবাদ দীর্ঘদিনের। প্রকল্পে বাস্তবায়নে অনিয়মের অভিযোগ তুলে কেন্দ্র আবাস যোজনার জন্য রাজ্যের বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। শাসকদলের তরফে এ নিয়ে বারবার দিল্লিতে দরবার করা হলেও কাজের কাজ হয়নি। আবাসের টাকা মেলেনি। শেষমেশ রাজ্য সরকারের তরফেই আবাসের টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এসবের মধ্যে মঙ্গলবারই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, "আবাস যোজনার তালিকা ভুলে ভরা। ১৭টা টিম পাঠিয়েছিল ভারত সরকার। তাতে দেখা গিয়েছে, অযোগ্যরা আবাসের টাকা পেয়েছে, যোগ্যরা পায়নি।" তৃণমূল অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "দু-একটি বিভ্রান্তি থাকলে কেটে যাবে। কিন্তু বিরোধী দলের লোকেরা এই প্রকল্প যাতে বন্ধ রাখা যায়, তাই অপপ্রচার চালাচ্ছে। কেন্দ্র টাকা দেবে বলেছিল দেয়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছেন তাতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।" এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রের শর্তে নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আবাসের বাড়ি দেওয়া হবে। এই রাজ্যের সব বিরোধী দলের মত এই সিদ্ধান্তের কারণে স্বজনপোষণ ও কারচুপির মাত্রা বাড়বে কয়েকগুন। খুলে যাবে কাটমানি নেওয়ার রাস্তা। তবে কেন্দ্র রাজি হলেই হয়।

শেষ পর্যন্ত 'অল ইজ ওয়েল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০অক্টোবরঃ কোনও বিবাদ নেই। মতানৈক্য সামান্য ছিল, সেসব মিটে যাবে। মহারাষ্ট্রের মনোনয়ন পর্ব মেটার পরদিন কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হল, বিরোধী মহাজোটে 'অল ইজ ওয়েল।' মহা বিকাশ আঘাড়ি সব আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি বলে যে দাবি উঠছে, সেটাকেও খণ্ডন করেছেন কংগ্রেসের রাজ্য পর্যবেক্ষক রমেশ চেন্নিথালা। তাঁর দাবি, সব আসনেই মহা বিকাশ আঘাড়ির প্রার্থী আছে। মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ। অর্থাৎ আর নতুন করে কোনও আসনে প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু মজার কথা হল, মনোনয়ন পর্ব শেষ হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে শাসক-বিরোধী কোনও শিবিরই সব আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি। যা প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে, সেই অনুযায়ী মহাজুটি বা মহা বিকাশ আঘাড়ি কোনও শিবিরই ২৮৮টি আসনে লড়ছে না। মনোনয়ন পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরোধী জোট মহা বিকাশ আঘাড়ি ২৮০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পেরেছে। অর্থাৎ সরকারিভাবে ৮ আসন এখনও ফাঁকা। মহা বিকাশ আঘাড়িতে কংগ্রেস লড়ছে ১০৩ আসনে, উদ্ধব ঠাকরের শিব সেনা লড়ছে ৮৭ আসনে, শরদ পওয়ারের এনসিপিও লড়ছে ৮৭ আসনে। মহা বিকাশ আঘাড়ির আরেক শরিক সমাজবাদী পার্টিকে দেওয়া হয়েছে ৩ আসন। অর্থাৎ সরকারিভাবে বেশ কয়েকটি আসন ফাঁকা থেকে গিয়েছে। তবে কংগ্রেস নেতা চেন্নিথালার দাবি, "২৮৮ আসনেই আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে কিন্তু কোনওরকম বিরোধ নেই। যা যা সমস্যা আছে, আগামী কয়েক দিনে মিটে যাবে। আমরা নির্বাচনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।" মজার কথা হল, সরকারি ভাবে মহা বিকাশ আঘাড়ির সব আসনে প্রার্থী না থাকলেও একাধিক আসনে কংগ্রেস এবং শিব সেনা দুই শিবিরেরই প্রার্থী আছে।

শুভেচ্ছা

মানভূম সংবাদের সমস্ত গ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জেলাবাসীকে জানাই শুভ কালীপূজার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

-সম্পাদক

ছুটি

কালীপূজা উপলক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পত্রিকার দপ্তর বন্ধ থাকবে। যে কারণে আগামী শুক্রবার ১ নভেম্বর পত্রিকার কোন সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। শনিবার ২ নভেম্বর তা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

-সম্পাদক

রাজ্য কংগ্রেসে কলহ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ যা হওয়ার ছিল তাই হল। প্রদেশ কংগ্রেসের কলহ লেগে গেল। প্রাক্তন বনাম বর্তমান। অধীর বনাম শুভঙ্কর। দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে বারবারই 'একলা চলো' নীতির পক্ষেই জোরালো সওয়াল করে গিয়েছেন নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। উল্টে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বরাবরই সিপিএমের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে হাঁটার পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই নিয়ে দুই ভাগ রাজ্যের কংগ্রেস। আগামী নভেম্বর মাসে রাজ্যে ছয়টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। সেই উপনির্বাচনে একক শক্তি হিসেবে লড়াই করছে কংগ্রেস। জোট ভেঙেছে বামেদের সঙ্গে। সেই প্রসঙ্গেই এবার ফের একবার উঠে এল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে। নতুনরা রীতিমতো বামেদের খোঁচা দিতে শুরু করেছেন।

দেশজুড়ে ডিজিটাল অ্যারেস্ট রুখতে তৎপর শাহের মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ দেশজুড়ে ভয়াবহভাবে বেড়েছে নয়া সাইবার প্রতারণা ডিজিটাল অ্যারেস্ট। খোদ প্রধানমন্ত্রী এই ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশের পর এবার ময়দানে নামল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ডিজিটাল অ্যারেস্টের বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ নিতে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করল শাহের মন্ত্রক। এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে নয়া এই কমিটি। জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে গঠিত এই কমিটির মাথায় থাকবেন দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব। মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ইস্যুতে দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (১৪সি)। এদিকে রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ডিজিটাল অ্যারেস্ট সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছে। এই প্রতারণা চক্রে ব্যবহৃত হয়া ৬ লক্ষ মোবাইল নম্বর বন্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ৩.২৫ লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে ফ্রিজ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১১৫ তম 'মন কি বাত' রেডিও অনুষ্ঠানে এই ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশবাসীকে সতর্ক হওয়ার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেভাবে ডিজিটাল অ্যারেস্টের মাধ্যমে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা বিপজ্জনক। তাঁর কথায়, "প্রতারকরা ফোনে এমন পরিবেশ তৈরি করছে যে মানুষ ভয় পেয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, এক্ষুনি এটা করো, নয়তো গ্রেপ্তার করা হবে। আসলে পুরোটাই প্রতারণা।" এই ধরনের ঘটনায় অযথা ভয় না পেয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে এই ধরনের ফোনকল রেকর্ড করার পরামর্শ দেন মোদি। বলেন, কোনও সরকারি তদন্তকারী সংস্থা অনলাইনে কাউকে ধমক বা হুমকি দেয় না। এবং এমন ফোন এলে ন্যাশনাল সাইবার হেল্পলাইনে ফোন করার কথা বলেন। এর পরই এই প্রতারণা রুখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করল কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগেও এই 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' শব্দবন্ধের সঙ্গে মানুষ পরিচিত না হলেও সাম্প্রতিক সময়ে আতঙ্কের অন্য নাম হয়ে উঠেছে এই সাইবার প্রতারণা।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

৬৩ শতাংশ আয় বেড়েছে মাইক্রোসফট প্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ লভ্যাংশ নেওয়া কমিয়েছেন মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সত্য নাদেলা। তারপরও গত বছর তাঁর আয় বেড়েছে ৬৩ শতাংশ। ২০২৩ সালে মোট ৭ কোটি ৯১ লাখ ডলার আয় করেছেন সত্য নাদেলা। লভ্যাংশে বড় ধরনের কাটছাঁট না হলে তাঁর আয় আরও বাড়ত বলে জানিয়েছে বিবিসি। বেতন, বোনাস, শেয়ারসহ কোম্পানি থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা পেয়ে থাকেন সত্য নাদেলা। কিন্তু গত বছর মাইক্রোসফটে সাইবার নিরাপত্তাত্রুটির কারণে সত্য নাদেলা তাঁর প্রাপ্ত লভ্যাংশের একটি অংশ কমানোর অনুরোধ করেছিলেন। তা না হলে নাদেলার আয় আরও ৫০ লাখ ডলার বাড়ত। বিশ্বের অন্যান্য প্রযুক্তি কোম্পানির মতো মাইক্রোসফটও চলতি বছর বিপুলসংখ্যক কর্মী ছাঁটাই করেছে; এর মধ্যে তাদের গেমিং বিভাগের অনেক কর্মীও আছেন। মাইক্রোসফটের বেতন নির্ধারণ কমিটি শেয়ারহোল্ডারদের বলেছে, কোম্পানি বেশ ভালো করেছে এবং নাদেলাও এ বিষয়ে একমত। কমিটি আরও জানিয়েছে, মাইক্রোসফট যে কিছু সাইবার হামলার শিকার হয়েছে, তার জন্য নাদেলা ব্যক্তিগতভাবে দায়বোধ করেন। সে জন্য তিনি কমিটির কাছে লভ্যাংশ কমানোর অনুরোধ করেছিলেন। মাইক্রোসফটের বেতন নির্ধারণ কমিটি বলেছে, সত্য নাদেলার লভ্যাংশ ও প্রণোদনা অর্ধেকের বেশি কমিয়ে ৫২ লাখ ডলার করা হয়েছে; এই অঙ্ক তাঁর মোট আয়ের ৭ শতাংশের কম। গত বছর তাঁর আয়ের বড় অংশই এসেছে স্টক থেকে, যার পরিমাণ ৭ কোটি ১২ লাখ ডলার। গত বছরের জুলাই মাসে এক সাইবার হামলার শিকার হয়েছিল মাইক্রোসফট। হ্যাকাররা মাইক্রোসফটের সার্ভারে ঢুকে সরকারি সংস্থাসহ অন্তত ২৫টি প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলে ঢুকে যায়। তখন মাইক্রোসফট জানিয়েছিল, চীন থেকে সেই হামলা করা হয়েছে; যদিও লন্ডনের চীন দূতাবাস সেই অভিযোগ 'ভুল তথ্য' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল। চলতি বছরের জুলাইয়ে বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তিবিভ্রাট দেখা দেয়। সে ঘটনায় মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ব্যবহার করা অধিকাংশ কম্পিউটার আক্রান্ত হয়। এতে এভিয়েশনসহ অনেক সেবা খাত ক্ষতির মুখে পড়ে; যদিও সেটি সাইবার হামলা ছিল না। তবে জুলাইয়ের শেষ নাগাদ আরেকটি হামলার শিকার হয় মাইক্রোসফট। সে জন্য তারা ক্ষমতাও চায়। গবেষণা সংস্থা হাই পে সেন্টারের পরিচালক লুক হিল্ডইয়ার্ড বলেন, ভাসা-ভাসাভাবে দেখলে মনে হয়, নাদেলার এই আয় ঠিক আছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়; তা হলো, সত্য নাদেলার মতো ধনী মানুষকে এত বেতন-ভাড়া দেওয়া কতটা যৌক্তিক।

সম্পদ করারোপের প্রস্তাব শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ বিশ্বজুড়ে অসমতা বাড়ছে। অসমতার রাশ টানতে সম্পদ করারোপের কথা বলেন অনেক অর্থনীতিবিদ। এবার ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটিসহ আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ ভারতে বৈষম্য কমাতে অতি ধনীদের ওপর সম্পদ করারোপের কথা বলেছেন। এক গবেষণাপত্রে অর্থনীতিবিদেরা বলেন, ১০ কোটি রুপির বেশি নিট সম্পদে বাড়তি ২ শতাংশ সম্পদকর এবং উত্তরাধিকার সূত্রে এই অঙ্কের বেশি অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ করারোপ করা হোক। এই প্রক্রিয়ায় জিডিপির প্রায় ২ দশমিক ৭৩ শতাংশ সমপরিমাণ রাজস্ব বাড়তে পারে, যা ব্যবহৃত হতে পারে সামাজিক কল্যাণে। একই সঙ্গে তাঁর মত, এই করারোপের কারণে ৯৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কের জীবনে আলাদা প্রভাব পড়বে না। ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাবের সদস্য ও হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের অর্থনীতিবিদ লুকাস স্যাঁসেল, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির নীতীন কুমার ভারতী ও প্যারিস স্কুল অব ইকোনমিকসের আনমোল সোমাঞ্চির সঙ্গে যৌথভাবে এই গবেষণাপত্র তৈরি করেছেন প্যারিস স্কুল অব ইকোনমিকসের অধ্যাপক পিকেটি। এই 'প্রপোজালস ফর আ ওয়েলথ ট্যাক্স প্যাকেজ টু ট্যাকল এক্সট্রিম ইনইকুয়ালিটিজ ইন ইন্ডিয়া' বা 'ভারতের চরম অসমতা মোকাবিলায় সম্পদকরের প্রস্তাব' শীর্ষক গবেষণাপত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান অসমতার বিষয়টি আমলে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে গবেষকেরা বলেছেন, ২০০০-এর প্রথম দশক থেকে ভারতে অসমতা মাত্রাছাড়া হতে শুরু করে। তখন থেকেই দেশটির শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর আয় ও সম্পদ বাড়ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারতের এই শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর হাতে মোট জাতীয় আয়ের ২২ দশমিক ৬ শতাংশ ও সম্পদের ৪০ দশমিক ১ শতাংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। গবেষণাপত্রে আরও বলা হয়েছে, শীর্ষ ধনীদের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার হার ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে আরও বেড়েছে। ভারতে শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার হার বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি; যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোর তুলনায় বেশি। গবেষণায় বলা হয়েছে, শুধু অতি ধনীদের ওপরে করারোপ করলেই হবে না; বৈষম্য দূর করতে হলে এর সঙ্গে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষকে সহায়তা করার প্রয়োজনীয় নীতি থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ সেই করের অর্থ ব্যবহারের নীতি। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে ভারতের শিক্ষা খাতে জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ৯ শতাংশ অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে। যদিও ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া ধনীদের ওপর করারোপের প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা জরুরি বলেও মনে করেন এই তিন অর্থনীতিবিদ। তাঁদের মত, সম্পদ পুনর্বণ্টন ও কর-ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক পরিসরে আলাপ-আলোচনা দরকার। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, বৈষম্য ও তার সঙ্গে সামাজিক অবিচারের সম্পর্ক এখন আর উপেক্ষা করার জায়গায় নেই। আনমোল সোমাঞ্চির মতে, ধনীদের ওপর সম্পদ করারোপ করা হলে ভারতের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ উপকৃত হবে।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৮৪৯৩
রূপা (১ কেজি) : ৯৭৭৫৬
ডলার (ইউ এস): ৮৪.০৮

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৯৯৪২.১৮
নিফটি—	২৪৩৪০.৮৫
ন্যাসডাক—	১৮৭১২.৭৫
এ.সি.সি—	২৩৩৭.৮০
ভারতী টেলি—	১৬৩৩.৬০
ভেল—	২৩৬.৫০
এল এন্ড টি—	৫১৫০.০০
টাটা মোটর্স—	৮৪০.৩০
টি.সি.এস.—	৪০৮৫.৬০
টাটা স্টিল—	১৪৮.৯৫
ডাবর—	৫৪৬.৯৫
গোদরেজ—	১০২৪.৮৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৭৩৫.০০
আই.টি.সি.—	৪৯১.৪৫
ও.এন.জি.সি.—	২৬১.৮০
সিপলা —	১৪১৭.৪৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৬৭২.৪০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৮৫০.০০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১৩১২.২০
সেল—	১১৬.০৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮২২.৪০
সিমেন্স—	৬৯৩১.১০
ফাইজার—	৫০৯৭.৮৫
ইউনিটেক—	৯.৯৫
উইপ্রো—	৫৬৫.৫০
ডা. রেড্ডি–	১২৫০.২০
মারুতি—	১১২৬০.১৫
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৭২.৫৫
টি সি আই —	১০৭৩.৫০
মহানগর টেলি —	৪৮.৪৭
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৪৮.৮০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজকের দিন

আজ ৩১ অক্টোবর

১৬২০ জন এভেলিনের জন্ম। ইনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ ডাইরি লেখক। তাঁর প্রকাশিত সবচেয়ে নাম করা বইটিই 'ডাইরি'। মধ্যযুগের ইংলন্ডে এই বইটি বহু পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই লেখা এবং লেখকের কথা অনেকে ভুলেই গেছেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭০৬ সালে। **১৬৩২** জান ভার্মিরের জন্ম। ইনি ছিলেন একজন ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী। ভার্মিরকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে লিটল মাস্টার হিসেবে গণ্য করা হত। তাঁর জন্মের সময় রেমব্রাঁ একজন নামকরা ওলন্দাজ শিল্পী হিসেবে সকলের কাছেই ছিল অনুপ্রেরণা। তাঁর সমসাময়িক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ভ্যান অস্টেড, স্টিন, টারবোর্চ, গেডার্ড ডন, দ হুচ প্রমুখ। ভার্মিরের মৃত্যু হয় ১৬৭৫ সালে। তাঁর সময় ওলন্দাজদের মধ্যে অনেকেই ল্যান্ডস্কেপ শিল্পী হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন কিন্তু ভার্মির নিজে কখনও প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকেনি। **১৮১৬** ফিলো র‍্যামিংটন। র‍্যামিংটন ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। তিনি প্রথম লাতিন টাইপরাইটার যন্ত্রটি তৈরি করেছিলেন। পরে সেই যন্ত্রের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতেই। তাঁর নামেই এই টাইপরাইটার মেশিনকে অনেকে র‍্যামিংটন মেশিন বলে উল্লেখ করতেন।

শব্দজাল- ৬০৭৯

১			■				৪
	■	৫			■	■	
৬			■		■	■	
■	■	■	৭				
৮					■	■	■
	■	■		■	৯		১০
	■	■	১১			■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি ঃ- ১) যিনি কোন সুযোগ সুবিধাই পাননি ৩) সুভাষচন্দ্রের মা যে দেবী ৪) পবনপুত্র ৬) ..... পদার্থ ৭) যে কাজ করতে হবেই ৮) নিয়মের জালে বাঁধা ৯) বুক পর্যন্ত ১১) হাপিস করে দেওয়া ১২) এক ধরনের যোগ ব্যায়াম ১৩) বে আব্রুতা। **উপরনীচ ঃ**- ১) ললাট ২) এ গাছের তলাতেও কৃষ্ণের সময় কাটত ৩) অঙ্গীকারবদ্ধ ৪) তীর চালনায় পটু ৭) স্নান করা ৮) অক্লান্ত ৯) নিজের১০) শক্তি।

উত্তর - ৬০৭৮

পাশাপাশি ঃ- ১) দশানন ৩) জার ৫) তলা ৬) নব ৮) অস্থি ১০) মহল ১১) লাখপতি ১২) অপমান ১৪) কামার ১৫) রিতি ১৬) নর ১৮) তার ১৯) লজ্জা ২০) নবদ্বীপ। **উপরনীচ ঃ**- ১) দলা ২) নব ৪) রসাল ৫) তবলা ৭) কমলাপতি ৮) অপহরণ ৯) স্থিতি ১২) অরি ১৩) নফর ১৪) কাহিল ১৭) রন ১৮) তাপ।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১৪ কার্ত্তিক, ভাঃ ৯ কার্ত্তিক **৩১ অক্টোবর** ১৪ কাতি, সংবৎ ১৪ কার্ত্তিক বদি, ২৭ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫৭। **বৃহস্পতিবার,** চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ৩।৯ মিঃ। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।০ মিঃ। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ঘ ১১।১৫ মিঃ। শকুনিকরণ, দিবা ঘ ৩।৯ গতে চতুষ্পাদকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৯ গতে নাগকরণ। **জন্মে**– কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ১১।৪২ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ঘ ১।০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**- দোষ নাই। **যোগিনী**- পশ্চিমে, দিবা ঘ ৩।৯ গতে ঈশানে। **কালবেলাদি**— ঘ ২।৯ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ১১।২১ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ৩।৯ গতে ৪।৫৭ মধ্যে। **বিবিধ**- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট।

আপনার ভাগ্য

মেষ-নিরাপত্তা বিঘ্নিত। **বৃষ**-সমস্যার সমাধান। **মিথুন**-গোপন কথা ফাঁস। **কর্কট**- প্রতিবেশী বিবাদ। **সিংহ**- ভুলবোঝাবুঝি। **কন্যা**-মানসিক তৃপ্তি। **তুলা**-শুভ প্রয়াস। **বৃশ্চিক**- ঋণমুক্তি। **ধনু**-দায়িত্ব বৃদ্ধি। **মকর**-অবৈধ সম্পর্ক। **কুম্ভ**-অবসাদ। **মীন**-বিতৃষ্ণা।

আগামীকাল

মেষ-শোক সংবাদ। **বৃষ**-বিনিয়োগে লাভ। **মিথুন**-অপচেষ্টা রোধ। **কর্কট**-প্রশংসা প্রাপ্তি। **সিংহ**-প্রাপ্য আদায়। **কন্যা**-সুনাম বৃদ্ধি। **তুলা**-জনসেবায় নিযুক্ত। **বৃশ্চিক**-সঞ্চিত অর্থ ব্যয়। **ধনু**-কর্ম্মের প্রসার। **মকর**-রপ্তানিতে লাভ। **কুম্ভ**-কাজের চাপ বৃদ্ধি। **মীন**-মতবিরোধ।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

‘নয়ত আমাদের আত্মহত্যা করতে হবে...’, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরও বিক্ষোভ কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৩০ অক্টোবরঃ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন দানার প্রভাবে যে সকল কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হবে তারা ক্ষতিপূরণ পাবেন। তবে এরই মধ্যে জায়গায়-জায়গায় শুরু বিক্ষোভ। মালদহে দানার প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট কয়েক হাজার বিঘা জমির ধান, ক্ষতিপূরণের দাবিতে তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য এবং প্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ, আত্মহত্যার হুমকি। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধিকাপুর গ্রামের ঘটনা।

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে রাজ্য-জুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। মালদা জেলাতেও তিন দিন ব্যাপী বৃষ্টি হয়। সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়া। সুলতান নগর অঞ্চলে ধানের ব্যাপক হারে ক্ষতি হয়েছে। সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রায় কয়েক হাজার বিঘা জমির ধান। অনেক কৃষক বাইরে থেকে ঋণ নিয়ে ধান চাষ করেছিলেন প্রত্যেকের মাথায় হাত। কিন্তু এত ক্ষতির পরেও মেলেনি প্রশাসনিক কোনও আশ্বাস বলে দাবি কৃষকদের। তাই এদিন ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন কৃষকরা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে সেখানে যান স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান, সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধর্মা মণ্ডল। তাদের ঘিরেও চলতে থাকে বিক্ষোভ। কৃষকদের দাবি সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ না দিলে তারা আত্মহত্যা করবেন।

এদিকে এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ এই সরকার কৃষক বিরোধী। কৃষকদের কথা ভাবে না। শুধু খাতা কলমে কাজ হয় বাস্তবে কিছু হয় না। তাই বিক্ষোভ দেখানো স্বাভাবিক। যদিও, কৃষক এই ক্ষোভের কথা মেনে নিয়েছে তৃণমূল। সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে কৃষকদের পরিস্থিতি ভেবে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। গোটা ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এক কৃষক বলেন, “ঘূর্ণিঝড়ের জেরে বিঘার পর বিঘা ধানের জমি নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের সাহায্য না করে তাহলে আমাদের কী হবে? প্রধানকে সেই কারণে ডেকেছি। নয়ত আর কী করব আত্মহত্যা করব।”

কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, ঝলসে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ অক্টোবরঃ কারখানায় বিধ্বংসী আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন বহু শ্রমিক। মঙ্গলবার মধ্যরাতে মধ্যমগ্রাম দিকবাড়িয়ার বাদু রোডে একটি রং কারখানায় আগুন লাগে। দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর কাজ করেন। পরে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। রাতভর চেষ্টার পর ভোরে কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি। তবে কীভাবে রঙের কারখানায় আগুন লাগল, তা স্পষ্ট নয়। খতিয়ে দেখছেন দমকলকর্মীরা।

মায়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে সরকারি ত্রিপল দিয়ে প্যান্ডেল, বিতর্কে পুর আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩০ অক্টোবরঃ সিপিএম নেতার কীর্তি! মায়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে সরকারি ত্রিপল দিয়ে প্যান্ডেল। একযোগে সুর চড়াল বিরোধীরা।

মায়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে বিশ্ব বাংলার লোগো লাগানো সরকারি ত্রিপল দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করে বিতর্কে জড়ালেন দুর্গাপুর নগর নিগমের ৪ নম্বর বোরো অফিসের কর্মী শুভ দত্ত। দিনকয়েক আগে শুভ দত্তের মায়ের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার মায়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে বিশ্ব বাংলার লোগো লাগানো সরকারি ত্রিপল দিয়ে প্যান্ডেল করে বিতর্কে এই কর্মী। বুধবার ওই প্যান্ডেল খুলতে গেলে নজরে আসে বিষয়টি। কোথায় পেলেন এই সরকারি ত্রিপল? উত্তর দিতে গিয়ে কার্যত পালিয়ে বাঁচলেন শুভ দত্ত। বাঁচতে দায় চাপালেন ডেকরেটরের ওপর। বললেন, “আমি জানি না। প্যান্ডেল ডেকরেটর করেছে। ওরা বলতে পারবে।” আর দুর্গাপুর নগর নিগমের এই কর্মচারীর অভিযোগ শুনে ডেকরেটর কর্মী সাফ জানান, “এই সরকারি ত্রিপল বাড়ির মালিক শুভবাবুই দিয়েছেন।”

যে সরকারি ত্রিপল অসহায় দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল সেই ত্রিপল কিনা লাগানো হল শ্রাদ্ধের প্যান্ডেলে। এটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বলে দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, “আমি এখনই তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছি। অভিযোগ সঠিক হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” তদন্তের আশ্বাস দেন দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলামও। দলের সক্রিয় কর্মীর এহেন আচরণে বিড়ম্বনায় সিপিএম। সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পার্থ দাস জানান, “বিষয়টি আমার জানা নেই। না জেনে কোনো মন্তব্য করব না।” দল এই অন্যায়ের তদন্ত চাইবে বলে তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, “ওই ব্যক্তিকে নগর নিগমে চাকরি দিয়েছিল সিপিএম। পরে স্থায়ীও করে দেয়। আমার মনে হয় দুর্গতদের জন্যে রাখা ত্রিপল চুরি করেছে। আমি নিগমের চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়কে বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে অনুরোধ করব। এটাই সিপিএম। রাতে চুরি করে সকালে সেই চুরির দায় চাপায় তৃণমূলের উপর।” এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই বলেন, “সিপিএম চুরির জন্মদাতা। আর তৃণমূল এই বিষয়ে সিপিএমের যোগ্য উত্তরসূরি।” দুপুরেই দুর্গাপুর নগর নিগম শোকজ করে অভিযুক্ত শুভ দত্তকে। এই বিষয়ে দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, “ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছেন ওই কর্মী। তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” সিপিএমের পশ্চিম ২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রভাস সাঁই-ও এই কাজের বিরোধিতা করেন। বলেন, “উনি দলের সদস্য নন। আর ওটা পার্টি অফিস নয়। ট্রাস্টের অফিস। সবাই আসতে পারেন। তবে উনি দলের সমর্থক হতে পারেন সক্রিয় সদস্য নন। তাও আমরা অভিযোগ খতিয়ে দেখব।”

আসানসোল পুরনিগম সাইবার অপরাধের শিকার! অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ৪০ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৩০ অক্টোবরঃ এবার সাইবার অপরাধের শিকার খাস আসানসোল পুরনিগম। পুরনিগমের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ৪০ লক্ষ টাকা। ভুয়ো লেটারপ্যাডে ফোননম্বর বদলের আবেদন জানিয়ে হাতানো হয় টাকা। আসানসোলের মেয়র বিষয়টি জানতে পেরে অভিযোগ দায়েরের নির্দেশ দেন পুরনিগমের অর্থ বিভাগকে। ইতিমধ্যেই আসানসোল সাইবার সেলে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, আসানসোলের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে পুরনিগমের অ্যাকাউন্ট আছে। ২৮ অক্টোবর সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ৪০ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যায়। যদিও পরে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ১২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। ঘটনা প্রসঙ্গে বিধান উপাধ্যায় বলেন, “পুরনিগমের উধাও হওয়া টাকা মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে গিয়েছে। সাইবার অপরাধীরাই এই টাকা উধাও করেছে।” এই ঘটনায় আসানসোল পুরনিগমের তরফে সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মেয়র জানান, পুরনিগমের ভুয়োলেটার প্যাডে মোবাইল নম্বর বদল করার আবেদন জমা পড়েছিল ব্যাঙ্কে। সেই সূত্র ধরেই পুরনিগমের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পুরনিগমকে বিষয়টি জানানোর পরই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হওয়ার বিষয়টি নজরে আসে। এ সম্পর্কে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সদর অরবিন্দ কুমার আনন্দ বলেন, “গতকাল রাতে মৌখিকভাবে তাদের জানানো হয়েছিল। আজ লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার কথা। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”

রূপশ্রীর আবেদনেও কাটমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৩০ অক্টোবরঃ রূপশ্রী প্রকল্পের আবেদন করতে গিয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগ। পাঁচ হাজার টাকা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে এক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভার পার্বতীপুর গ্রামের বাসিন্দা শেখ সিরাজুল। তাঁর বক্তব্য, তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য রূপশ্রী প্রকল্পের আবেদন করেছিলেন পঞ্চায়েতে। অভিযোগ, বড়গাছিয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সাবির আলি সেই ফর্মে সই করতে পাঁচ হাজার টাকা চায়। না দিলে সই করা হবে না। সিরাজুলের অভিযোগ, টাকা না দেওয়ায় গালিগালাজ করা হয়। এই ঘটনার পরে বিধায়ক ও পঞ্চায়েত প্রধান-সহ বিভিন্ন মহলে লিখিত অভিযোগ করেছেন সিরাজুল। পঞ্চায়েত প্রধান পূজা হাজরার বক্তব্য, “রূপশ্রীর জন্য কোনো টাকা নেওয়া যায় না। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।” যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই সাবির আলির অবশ্য বক্তব্য, “এসব বিরোধীদের চক্রান্ত। বদনাম করার জন্যই এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে।”

প্রেমিককে বেঁধে রেখে তরুণীকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৩০ অক্টোবরঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুন কাণ্ড নিয়ে এখনও জোর শোরগোল। তারই মাঝে ফের বর্ধমানে গণধর্ষণের অভিযোগ। প্রেমিককে বেঁধে রেখে প্রেমিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ। বর্ধমানের বাজেপ্রতাপপুরের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে তাদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বেশ কয়েক বছর থেকে তরুণ ও তরুণীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মঙ্গলবার রাতে বর্ধমান থানার বাজেপ্রতাপপুর এলাকার একটি নির্মীয়মাণ বহুতলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন দুজনে। সেই সময় ওই যুবকের এক বন্ধু আসে। তরুণীকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করে বলে অভিযোগ। তা নিয়ে তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ওই যুবকের বচসা তৈরি হয়। কথা কাটাকাটির পর ওই যুবক চলে যায়। অভিযোগ, তার কিছুক্ষণের মধ্যে চার যুবককে সঙ্গে নিয়ে সে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যুবকের হাত-পা বাঁধা হয়। বেধড়ক মারধরও করা হয়। এর পর তাঁর সামনেই তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় বলেও অভিযোগ। কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে এলাকা ছাড়ে যুগল। রাতেই বর্ধমান থানায় যান দুজনে। শেখ সোহেল, শেখ রোহিত, শেখ সিরাজ, শেখ মনু ও শেখ আরিফের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একে একে সকলকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাদের বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শুধুমাত্র কথা কাটাকাটির জেরে গণধর্ষণ নাকি এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

মোদি সব ব্যর্থতার ক্ষমা চাইবেন?

আহারে বেচারা আমাদের প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বগুরু হয়ে তাকে বাংলার সত্তরোর্ধ মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হচ্ছে। তাদের সেবা করতে পারছেন না বলে পেটে তার অম্লশূল হয়ে যাচ্ছে। সেবা না করার এই অপবাদ তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উপর। মুখ্যমন্ত্রীর কারণেই বরিষ্ঠ নাগরিকদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে সেবা করতে পারছেন না তিনি। দেশের প্রধান সেবক সেবা করতে না পারার জন্য তার অন্তরের ব্যথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কেন বুঝতে পারলেন না এটাই আলোচ্য বিষয়। তবে নিন্দুকের অভাব নেই। নিন্দুকরা বলছেন শুধু আয়ুষ্মান প্রকল্পে বাংলার বরিষ্ঠ নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে না পারার জন্য যদি ক্ষমা চাইতে হয় তাহলে ২০১৪ সাল থেকে তিনি কি কি করতে চেয়েছিলেন, কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার কোনটি করতে পেরেছেন, আর কোনটি পারেননি তার তালিকা প্রকাশ করা উচিত। সেই তালিকা থেকে মানুষ জানতে পারতেন কোন কোন ব্যর্থতার জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছেন আর কোনটার জন্য চাননি। সংক্ষেপে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দেওয়া যাক। অচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তিনি। ভারতবাসী দেখলেন অচ্ছে দিন দেখতে কেমন, তা মাথায় দেয় না গায়ে মাখে না চিবিয়ে খায়। তারা দেখতে পাননি, স্বাদও পাননি। প্রতি ভারতবাসীর ব্যাঙ্কের খাতায় ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা, বিদেশের ব্যাঙ্কে থাকা কালো টাকা এদেশে ফেরৎ এনে। যারা ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন তাদের নামের তালিকা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। ক্ষমাও চাননি তিনি। সারা দেশে বেকারের সংখ্যায় শতকরা হিসেবে ৪৫-৪৬ বছরে সব চেয়ে বেশী বেকার মোদি কালে। অথচ তিনি প্রতি বছর ২ কোটি যুবক-যুবতির চাকরি দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দেন নি। কবে ক্ষমা চেয়েছেন কারও জানা নেই।

জ্বালানি গ্যাসের দাম ৪০০ থেকে ১১০০, পেট্রল ৭৫ থেকে ১১০ এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য তিনি কবে ক্ষমা চেয়েছেন কেউ জানেন না। ৮০ কোটি মানুষকে ৫ কিলো চাল বা গম দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি। অথচ তা দিয়ে গরীব লোকের সংখ্যা কমিয়েছেন তিনি। এর জন্য কেন ক্ষমা চাইলেন না জানা নেই। আদানি, আম্বানিদের হাতে সরকারি সম্পত্তি জলের দামে তুলে দিয়েছেন তা প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল না। এর জন্য কবে ক্ষমা চেয়েছেন জানা নেই। সরকারি ঠিকা কর্পোরেটদের উঁচু দরে দেওয়া হয়েছে দেশের অর্থ ভান্ডারকে দুর্বল করতে। ক্ষমা চাননি। ধর্মের ভিত্তিতে ভোটে জেতার প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি। অথচ তাই করে আসছেন গত ১০ বছর ধরে। এর জন্যও ক্ষমা চাননি। রেল যাত্রা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে করে দিয়েছেন, রোজ দুর্ঘটনা, এর জন্য ক্ষমা চাননি। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য সেবা দিতে পারছেন না এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নাটক করছেন কেন? ক্ষমা চাইতে হলে সব ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চান এবং ক্ষমতা থেকে সরে যান।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

কর্ম সম্পাদনে মানুষ স্বাধীন, নাকি পরাধীন

কিন্তু তিনি অধিকার অপব্যবহার করবার আদেশ দেননি। ভগবানও মনুষ্যজীবন প্রদান করে সৎকর্মের দ্বারা ক্রমশ উন্নীত হয়ে পরমপদ লাভ করবার অধিকার আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু তিনি পাপ করবার জন্য আমাদের আদেশ করেননি। যখন একজন ন্যায়পরায়ণ সাধারণ রাজাও তাঁর কোনো আধিকারিককে ক্ষমতার অপব্যবহার করে পার করবার আদেশ প্রদান করেন না তখন স্বয়ং ভগবান এমন আদেশ কি করে দিতে পারেন? তবে একথাও ঠিক যে মানুষ সর্বতোভাবে ঈশ্বরের অধীন। সেই সঙ্গে এটিও সত্য যে ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকারের সদ্ব্যবহার করে পরম উন্নতি অথবা তার অপব্যবহার করে নিজের চরম অধোগতি করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, যখন ভগবান আদেস করেননি এবং পরিণামে দুঃখের সম্ভাবনা রয়েছে তখন মানুষ ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন পাপাচার করে? কী কারণে তারা জেনেশুনে পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়? এই প্রশ্ন আলোচনা করলে বোঝা যায় পাপের এই প্রবৃত্তির কারণ হলো অজ্ঞানতা। অজ্ঞানে আবৃত্ত হয়ে সকল জীব মোহিত হচ্ছে, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। (গীতা ৫।১৫)

ক্রমশ...

মানুষের সামাজিক অবস্থানের সাথে সংগতি রেখে মমতা প্রকল্প রচনা করেন। অন্যদের সাথে পার্থক্য এখানেই। নীতি আদর্শ গৌণ-

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

১ম কিস্তি

সাধরণ মানুষের নাড়ির গতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যদের থেকে কিছুটা বেশি উপলব্ধি করেন। সমালোচকরা বলেন মমতার পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিল। কেউ বলেন মমতা সারা বছর ভোটের রাজনীতি করেন। কেউ বলেন উনি সংখ্যালঘু তাস নিয়ে খেলেন। কেউবা বলেন সংখ্যালঘু তোষণ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে দিলেন। মেলা খেলা নিয়ে রাজ্যবাসীকে মাতিয়ে রেখেছেন। কাজের কাজ কিছু করেন নাই। তবু বিরোধীদের জনসমর্থনের ভিত নড়ে গেছে। অস্তিত্বের সংকটে বিরোধীরা। দিনে দিনে ক্ষয় হচ্ছে। রক্তক্ষরণ আজও থামে নাই। ১৩ বছর পেরিয়ে গেল মমতার শাসনকাল। কোন পরিবর্তন নাই। শাসক বিরোধী, প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট দানা বাঁধতে পারছে না। কিন্তু কেন? বাংলায় কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটছে এমনটাও নয়। কারণ ভারতের অনেক রাজ্যে তিন দফা টানা রাজত্ব করে আসছেন অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এরাজ্যে বামেরা টানা ৩৪ বছর চালিয়েছেন। উড়িষ্যায় পট্টনায়ক পরিবার, গুজরাটে বিজেপি পরিবার আজও শাসন করছেন। তবে উল্লিখিত রাজ্যগুলি কেন্দ্রের শাসক জোটের সাথে বোঝাপড়া করে রাজ্য চালায়। ঝুঁকি কম থাকে। বাংলা এক ব্যতিক্রমী রাজ্য। কারণ এখানেই একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বারে বারে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রাখে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখে নানা অজুহাতে। তিন বছর ধরে আবাস যোজনা --, না রে গার টাকা মঞ্জুর করে নাই। বকেয়া টাকাও দেয় নাই। স্বাস্থ্য শিক্ষার টাকা বছর শেষ এ সময়ে পাওয়া যায় না। এমনকি বয়স্কদের ভাতার সামান্য টাকাও আটকে থাকে নানা অজুহাতে। তবু মানুষ দুহাত ভরে মমতাকে সমর্থন জানান সমস্ত নির্বাচনে। সারা ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখিয়ে ভোট কুড়িয়ে বেড়ায় বিজেপি। ২০১৪ থেকে ২০২৪ তক তারা এভাবেই ভোট করেছে। কিন্তু বাংলাকে সোনার বাংলা গড়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে লাভ হয় নাই এত টুকু। যা তাদের পুঁজি ছিল তাও খরচ হয়ে গেছে। আর বামেদের কথা না বলাই ভাল। শুন্য থেকে মহাশুন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। বাংলা দখলে বিজেপি কোন কিছুই বাকি রাখে নাই। শাসকদলের নেতাদের নানা অজুহাতে জেলে ভরেছে। বছরের পর বছর কারাগারে বন্দি করে রেখেছে। দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করছে মিডিয়ার পেছনে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছে বিরোধীরা, রামের হয়ে লড়ছে বাম। বামের হয়ে লড়ছে রাম আইনজীবীরা। তবু মমতাকে টলানো যাচ্ছে না। কি এমন মন্ত্রপুত জড়িবুটি আছে মমতার কাছে? বিশ্বাসই বড় কথা। মমতাকে মানুষ বিশ্বাস করে। সব কিছু করে দেওয়ার চাবিকাঠি তার কাছে ছিল না আজও নাই। মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলোকে কখনই তিনি অস্বীকার করেন না। কেন্দ্রের অজুহাতে থেমে থাকেন না। মানুষের, নিত্যদিনের চাহিদা পূরণের প্রয়োজন ছিল বা আছে। স্থানীয় প্রয়োজনভিত্তিক সে সব প্রকল্প তিনি রচনা করেন। সেখানে আগে আগে যারা বাংলাকে শাসন করেছেন তারা সেদিকে নজর দেননি। সেদিনেও মানুষের অভাব ছিল। হাতে কাজ ছিল না। চাষের ফসলের দাম ছিল না। ফড়েদের প্রতারণা ছিল। চাষের নিশ্চয়তা ছিল না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ব্যয়বহুল ছিল। সংসার প্রতিপালন করা কষ্টকর ছিল। মেয়েদের উপর অত্যাচার ছিল। অভাবি ঘরে মদের দাপট ছিল। আজ সব কিছু উবে গেছে,--- ঘরে ঘরে শান্তি ফিরে এসেছে তেমনটাও না। সংসারগুলো ভেঙ্গে আরও টুকরো টুকরো হয়েছে। কিন্তু মমতা সরকার প্রতিটা সংসারকে নানা ভাবে সহযোগিতা দিয়েছে। যেটা দিয়েছে সেটা পরিবারের মেয়েরা গ্রহণ করেছে। কারণ সংসার তারাই চালায়। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে সমাজে নারীর ক্ষমতায়নে জোর পড়েছে। গতানুগতিক ধারা থেকে মমতা সরকার বেরিয়ে এসেছে। দোষ ত্রুটি ঘাটতি দুর্নীতি স্বজনপুজন মুক্ত সব কিছু এমনটা দাবি আমরা কেউ করি না। তবে আঙ্গিকের পরিবর্তন সমাজে একটা আলোড়ন এনেছে। একটা নুতন বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। পারলে মমতাই পারে। ভারতের আর কোন রাজনীতির কারবারিরা পারে না। বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে মমতা যা পারে অন্যরা তা পারবে না। বাংলার মানুষের জন্য অনেক অনেক নুতন প্রকল্প তৈরি করেছেন - চালু করেছেন। সাধারণ মানুষ তার পরিষেবা উপভোগ করছেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে রাতের অন্ধকারে রোগীকে নার্সিং হোমে ভর্তি করাতে পারেন। সুস্থ করে ফিরিয়ে নোট আনতে পারছেন। সারাজীবন কাজ বা চাষ করে, লোকের ঘরে দিন মজুর খেটে ৫ লাখ টাকা চিকিৎসার জন্য সঞ্চয় করা ছিল দুঃস্বপ্ন। কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর ৫০ হাজার টাকা বিয়ের সময় মেয়ের হাতে থাকা স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন সত্যি করেছেন মমতা। কিছু ত্রুটি হয়েছে কিছু পয়সা বরবাদ হয়েছে সেটা মিথ্যা না। আদৌ যা ছিল না তা প্রবর্তন করে দিয়েছেন মমতা। যে অর্থ তিনি নানা প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের হাতে সরাসরি পৌঁছে দিয়েছেন সেই অর্থ বাজার অর্থনীতিতে বিনিয়োগ হচ্ছে। বাজার চাঙ্গা হচ্ছে। যদি রাজ্য সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা সারা বছর ধরে বাজারে না আসত তাহলে বাজারের হাল কি হত? সম্পূর্ণ ধসে যেত বাজার অর্থনীতি। যাদের পয়সা আছে তারাই বিরূপ সমালোচনা করে চলেছে অবিরত। সদ্য দেখা গেল কিভাবে অনশনরত ডাক্তারবাবুরা স্বাস্থ্যসাথীর কোটি কোটি টাকা লুট করলেন সরকারি পরিষেবা বন্ধ রেখে বেসরকারি হাসপাতাল নার্সিংহোমে চিকিৎসা করে।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কবিতা

মাফ করে দাও

কিশলয় গুপ্ত

পা ধরছি মাফ করে দাও
জেনেশুনে পাপ করেছি
চাপ নিয়েছি। দিন গুজরান
বুক পেতেছি ছাতার নিচে।

ফুল ধরেছি একটা দুটো
কপাল ফুটো অজ্ঞানতায়
সংজ্ঞা ভুলে চরণ চলে
আঁধার মেনে আঁধার ধরে।

এই তো দেখো ঘুম ভেঙেছে
রাস্তা কাদায় প্যাচপ্যাচে গান
টানের কথায় সুর ছেড়েছি
স্বার্থ ভীষণ, স্বার্থ শুধু...

ছাতার নিচে কাঙাল হৃদয়
বাঙাল ঘটি বৃষ্টি ভেজা
শুনছ মানিক দৌড়ে কে যায়
পা ধরছি মাফ করে দাও।

বিচার

আব্দুছ ছালাম চৌধুরী

ছাগল বলে করতে হবে
আমার বিচার আগে,
ধমক দিয়ে বলছে আবার
ম্যাঁ ম্যাঁ করছে রাগে।
করতেই হবে ন্যায় বিচার
দিতেই হবে ফাঁসি,
হারামজাদা খুব মেরেছে
আর মেরেছে দাসী।
দাসিটা তো করতো সেবা
সকাল সন্ধ্যা বেলা,
যা যা চাইতাম তাহাই দিতো
করতো না সে হেলা।
সুযোগ বুঝে একদিন আমি
খেল ছিলাম তার সাথে,
কোত্থেকে যে আসলো পাঠা
ধরলো হাতে নাতে।
কিল ঘুষি আর লাথি থাপ্পড়
মারছে ইচ্ছে মতো,
দেখেন মুখে দেখেন পিঠে
দাগ পড়েছে কতো।
লড়ে গেছে দন্ত-পাটি
ঝরছে কতো রক্ত,
হক বিচারটা করেই ছাড়ুন
আমি আপনার ভক্ত।
আমার খেয়ে আমার পরে
এমন করতে পারে?
আগে তো ওর কেউ ছিলো না
ঘুরছে দ্বারে দ্বারে।
সেবা দাসী বলেই তারে
রাখছি আমার ভাগে,
অন্যের বিচার ছেড়ে করুন
আমার বিচার আগে।

মহামায়া

বিনয় কৃষ্ণ পাল

তুই মা দুর্গা, তুই মা কালী, তুই যে মহামায়া,
বিশ্বজুড়ে তোরই রূপ মা তোরই শুধু ছায়া।
রণচণ্ডী তুই, চামুণ্ডা তুই, তুই যে ভগবতী,
তোর কৃপা ছাড়া নেই যে মা অন্য কোন গতি।
ক্ষেমঙ্করী তুই, যোগমায়া তুই, তুই তো গায়ত্রী,
বেদমাতা তুই, কাত্যায়নী তুই, তুই বিশ্ববিধাত্রী।
নারায়ণী তুই, মহালক্ষ্মী তুই, তুই মা সারদা,
জগজ্জননী তুই তো মা, অসুরত্রাস মোক্ষদা।
করালবদনা তুই মা গো, তুই তো ভয়ঙ্করী,
তুই যদিও মা মুন্ডমালিনী, তবুও সর্বশুভঙ্করী।
প্রণমি মা তোর চরণে চাই মা তোর আশীষ,
নরকাসুরদের বিনাশ করে তুই সর্ব দুঃখ নাশিস।
কালো কালো বলি তোকে তুই জগতের আলো,
তোর কৃপা ছাড়া বিশ্বসংসার থাকবে না মা ভালো।
আমাদের মনের মাঝে যত আঁধার ঘোচা শ্যামাকালী,
তোর আগমনে পূর্ণ হোক সবার উৎসব দীপাবলি।

অতঃপর

সারমিন চৌধুরী

যাদের চোখের ঘুম উবে গেছে
তাদের মনের দেয়ালে বিষের বাণের মতই
অন্ধকার নেচে নেচে ওঠে কোনো পৈশাচিক উল্লাসে
জীবন আর মৃত্যু হিসেবের গিঁট খুলে বসে আয়ু
বেদনার প্রদীপ হয়ে মিটমিটিয়ে জ্বলছে ওই চাঁদ;
চোখের কার্ণিশে হাসছে জোছনা দুঃখের ঝড়ে
ছায়ামগ্ন মেঘ আষ্টেপৃষ্টে লেপ্টে আছে করুণারূপে।
পদেপদে জীবন্ত বিড়ম্বনা ওঁৎ পেতে থাকে শিকারে।
দূর্ভোগ স্বচক্ষে দেখে কিনারা খুঁজে নিলেও,
নিষ্পাপ প্রেম পাষাণের বুকে মুষড়ে থাকে আশায়
অতঃপর কেঁপে উঠা ঠোঁটে গুঁজে দেয় যন্ত্রণার তির
বৃথা আকাঙ্ক্ষার আস্ফালন নিয়ে ধুঁকে জীবন।
তবুও, একতারার ন্যায় বাজে প্রেম বাউল মনে
রাতবিরাতে গুনগুনিয়ে ওঠে মরমিয়া সুর
বুক হাতড়ালে দেখা মেলে শুধু মুঠোমুঠো ছাই
শশ্মানের মত জ্বলছে অবিরত নির্বিকারে।
যে আশা দিয়ে কামনার দানা ছিটিয়ে গেলো
কত পরিকল্পিতভাবে সে প্রণয়ের করতলে
লুকিয়ে রেখেছিলো পিশাচের শীৎকার।

কালো গোলাপ

আনজানা ডালিয়া

আমার প্রতিটি পদক্ষেপ, পছন্দ, অপছন্দ, নাড়ীনক্ষত্র
পথ চলতে চলতে সব কিছু তোমাকে বলে রাখছি
বলতে পারো জীবনের ডায়রীটা তোমার কাছে জমা করছি
যেদিন আমি অনন্তের পথে চলে যাবো
সেদিন থেকে তুমি আমার জীবনী লিখবে।
তুমি জানো অন্তরাগের মুহুর্তটা আমার পছন্দ
ঠিক ওই মুহুর্তে বসে লিখবে আমার নিঃসঙ্গতার কথা,
আমার পূর্ণতার কথা যেন বাদ না যায়।
আমি দেহ তত্বে আসতে না পারলেও
আমি তোমার হৃদয়ে থাকবো, তোমার চারপাশে ঘুরবো,
তুমি ঠিকই ব্ল্যাক রোজ এর গন্ধ পাবে।

কথার কথা

আশিস চৌধুরী

শালা কথাটির গা থেকে
সব সময় দুর্গন্ধ ছড়ায় না
ভালোবাসার স্নেহের এবং আন্তরিকতার
সুগন্ধেও সে মাতোয়ারা করে আমাদের

বন্ধুরা তুমুল তর্কের মধ্যে
পরস্পরকে শালা সম্বোধন করে
রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের মাঝে
কথা বলতে বলতে প্রায়ই ওই কথাটি বলতেন
দাদু নাতিকে হামেশাই শালা বলে সম্বোধন করে
আর গিরীশ ঘোষ তো নিজেকেই বলতেন
আমি... বাগবাজারের গিরীশ ঘোষ
আবার অনেক সময় ওই কথাটি
শুধুমাত্র কথার কথা
আহা!কথার কী গুণাগুণ
আসলে কথাটা কে কীভাবে কাকে কোথায় বলছে
তার ওপর নির্ভর করে তার গুণাগুণ।

ভালোবাসার ধ্রুব রূপ

সমীর কুমার ভৌমিক

কতবার বলেছি আমি ভালোবাসার ব্যাপারী না
যে সবার কাছে ভালোবাসা বিক্রি করবো!
যাকে বলেছি "ভালোবাসি"
তাকেই বলতে পারি সে কথা বারবার,
অন্য কেউ তার বিকল্প হতে পারে না।

ভেবেছিলাম ঝড় বৃষ্টি তর্জনগর্জনের শেষে
আকাশটা শান্ত সুন্দর হলে
তুমি ঠিকই বলবে
কারণ আমার ভালোবাসা মিথ্যা ছিল না।
কিন্তু অবশেষে অবাক হয়ে গেছি দেখে
তুমিই যেন কেমন বদলে গেছ,
তাই আমি চুপ হয়ে আছি -
একেবারে আগুনছোঁয়া নীরবতা পর্যন্ত !
বিশেষ কিছু কি চেয়েছিলাম তোমার কাছে?
শুধু খারাপ অনুষঙ্গ ছাড়তে বলেছিলাম
আর চেয়েছিলাম দুটো কথা বলার সুখ পেতে...

নিষ্পাপ ভাগ্যচক্র

তুহীন বিশ্বাস

রাষ্ট্র তোমার রাজস্ব নিয়ে চলছে ছলাকলা
সাধারনেরা শিকলবন্দী নেই তো কিছু বলা,
চারদিক শুধু হাহাকার, বাড়ছে পণ্যের দাম
শূন্য তুমি, নিঃস্ব তুমি শুধুই স্বাধীনতার নাম।

ভেঙে গেছে সকল শাসন পঙ্গু হয়েছো তুমি
অনিরাপদে মানুষ যত আঁকড়ে আছে ভূমি,
অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানে হিমশিম খাচ্ছে জনতা
ফাঁকা বুলিতে যারা আসল কাজে মৌনতা।

আজ শিশু জন্ম নিয়ে হচ্ছে ঋণের ভাগিদার
নিষ্পাপে ভাগ্যচক্রে ঋণ পরিশোধে দাবিদার।

শ্যামার চরণ

বনানী শেখর

মানুষ না হয়ে যদি ফুল হতাম-
মায়ের চরণে ঠাঁই পেতাম
মায়ের অই চরণতলে
ফুল হয়ে রয়ে যেতাম!
সুভাষ নিতাম চন্দনের
ভক্তি পেতাম ভক্তদের।
শ্যামা মায়ের শ্যামল চরণ
স্বার্থক করে দিত জীবন মরণ-
শ্যামা মায়ের এই পুজোতে
ভক্তি ভরে চাই মায়ের চরণ।
পরজন্মে ফুল যেন হই মা
ঠাঁই পাই তোমার অই দুটি চরণে।

শত্রু

শাহনাজ চৌধুরী

কখনো কোন কষ্ট পাইলে
ঝরে না চোখের পানি,
শত্রুর সাথে দেখা হলে
কান ধরে তারে টানি।

কথায় কথায় বাড়লো জ্বালা
ঝরলো অনেক জল,
শত্রুটাকে জব্দ করিতে
তবু হারাইনি মনোবল।

এমন সময় মা আমাকে
দেখিয়ে দিলেন পথ,
শত্রু টাকে আটকে দিলাম
ভেঙে দিলাম রথ।

খোঁচা খেয়ে পড়লো ডোবায়
নাক হলো তার বোঁচা।
হাওরের বিলে বাস করে সে
অহংকারী এই ছোঁচা।

জানতো না সে, মহাসাগরে তীরে
আমি করছি বসবাস,
পরশ পাথর ছুঁইতে গেলে
হবে, হবেই সর্বনাশ।

আমার ছোঁয়া যার জীবনে লাগে
তাহার জীবন ধন্য,
আলোর শিখা ফুটে উঠে
জীবন হয় পূর্ণ।

শত্রুর সাথে বন্ধুত্বের খেলায়
উঠলো আকাশে রবি,
আঁধার রাতের ভাবনায় মেতে
হয়ে গেলাম কবি।

আমি যখন থাকবো না আর
এই ভবের মাজারে,
চির শত্রুর অশ্রু নদী
অনবরত যাবে ঝরে।

স্বপ্নগুলো

শ্যামল বণিক অঞ্জন

স্বপ্নগুলো চোখের পাতায়
আসতো ঘুরে ঘুরে,
কালের খেয়ায় ভেসে ওরা
গেছে চলে দূরে!
স্বপ্নগুলো রঙিন ছিলো
প্রজাপতির মতো,
দিবস রাতি যেতো বলে
মনের কথা যতো!
ওদের কাছে ছিলো আমার
হাজার বায়না দাবী,
ভেবেছিলাম হবে ওরাই
দিন বদলের চাবি!
মিথ্যে ছিলো ভাবনা সকল
মিথ্যে চাওয়া পাওয়া,
সব কিছু তাই ভুলে ওরা
অজান্তে আজ হাওয়া!

সাবধান

লাবনী খানম

ছোটো করলে বাড়ে কি মান
একটু ভেবে দেখো?
বিবেক-চক্ষু মেইল্যা হায় রে
স্বয়ং নিজে শেখো।

আজ অসহায় কাল সে সবল
এই ধরণী মাঝে,
জ্ঞানে-গুণে অর্থ বিত্তে
চলবে সে তো রাজে।

পর-অধিকার হরণ করে
করছো বাহাদুরি,
কাঙালের ধন পেটুক সেজে
ভরছো ভুরি ভুরি।

চলন-বলন দর্প রোষে
চরিত্র হয় কালো,
লক্ষ্য হারায় অভিশাপে
কয় না তারে ভালো।

অপরাধী হোক না দামী
পাপ করেছে ভারি,
জন্ম থেকে জন্মান্তরে
দাও রে তারে আড়ি।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

জুনিয়র ডাক্তারদের দুই সংগঠনের মল্লযুদ্ধের ভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ আরজি কর-কাণ্ডের পরে ৮০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। ওই হাসপাতালে ধর্ষিতা এবং নিহত চিকিৎসকের জন্য 'বিচার' চেয়ে বুধবার সন্ধ্যায় সল্টলেকের মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে সল্টলেকেরই সিজিও-তে সিবিআইয়ের দফতর পর্যন্ত মশাল মিছিল করবেন মূল আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারেরা। 'মূল', কারণ, এই আন্দোলন এখন দ্বিধাবিভক্ত। 'মূল', কারণ, বুধবার যাঁরা মিছিলের ডাক দিয়েছেন, এই আন্দোলন তাঁরাই শুরু করেছিলেন। যে আন্দোলন এখন পর্যবসিত হয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের দু'টি সংগঠনের মল্লযুদ্ধের আখড়ায়। সেই যুদ্ধে একটি সংগঠনের সদস্যেরা অন্য সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে 'থ্রেট কালচার' বা 'হুমকি সংস্কৃতি' নিয়ে অভিযোগ করছেন। সেই অভিযোগের পাল্টা হুমকির অভিযোগ করা হচ্ছে। একটি সংগঠন ১০ দফা দাবি জানিয়ে মুখ্যসচিবকে ইমেল পাঠালে অন্য সংগঠন সেই সমস্ত দাবির বিরোধিতা করে পাল্টা ইমেল পাঠাচ্ছে তাদের ৮ দফা দাবি জানিয়ে! একটি সংগঠনের বিলম্বিত আত্মপ্রকাশের পর তাদের আহ্বায়কের সঙ্গে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ছবি প্রকাশ্যে আসছে। তার অব্যবহিত পরেই 'মূল' সংগঠনের নেতার সঙ্গে সন্দীপের পাল্টা ছবি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে! একটি সংগঠনের নেতা প্রকাশিতব্য অন্য সংগঠনের লোকজনকে প্রকাশ্যে 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল' বলছেন। অন্য সংগঠনের নেতারা আবার পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন 'আন্দোলনের নামে' টাকা তোলার। দাবি উঠেছে, সেই তহবিল 'অডিট' করানোরও! যুযুধান দু'টি পক্ষ হল 'পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ডক্টর্‌স' ফ্রন্ট' (ডব্লিউবিজেডিএফ) এবং 'পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ডক্টর্‌স' অ্যাসোসিয়েশন' (ডব্লিউবিজেডিএ)। সংক্ষেপে 'জেডিএফ' এবং 'জেডিএ'। দুই সংগঠনের সাম্প্রতিক তোপধ্বনিতে তরুণী চিকিৎসকের জন্য বিচার চাওয়ার বিষয়টিই কার্যত অন্তরালে চলে গিয়েছে। দোষারোপ-পাল্টা দোষারোপের গর্জনে আরজি করের নির্যাতিতার জন্য বিচারের দাবিতে যে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে রাজপথ মুখরিত হয়েছিল, যে দাবিতে ১৪ অগস্ট 'মেয়েদের রাত দখল' আন্দোলনে নজিরবিহীন দৃশ্য দেখেছিল রাজ্য, তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে।

গুলি চলল দোকানে, ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ সাতসকালে গুলি চলল মুর্শিদাবাদের সুতির একটি সিমেন্টের দোকানে। মৃত্যু হল এক ব্যবসায়ীর। বুধবার ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সুতির কাশিমনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দোকানে যাওয়া এক ক্রেতাকে লক্ষ্য করে গুলি চলে। তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটি গুলি লাগে ইয়াদ শেখ ওরফে বিশু নামে দোকানদারের শরীরে। গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় আততায়ীরা। অন্য দিকে, রক্তাক্ত অবস্থায় দোকানদার বিশুকে নিয়ে যাওয়া হয় সুতির সরকারি হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে ওই হামলা তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে গিয়েছে পুলিশ। তবে এখনও কোনও আততায়ীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। গুলি চলার কারণও জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে রয়েছে সুতি থানার পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা যাচ্ছে, গুলি চালানোর ঘটনায় ইতিমধ্যে অভিযুক্তদের একটি বাইক উদ্ধার করা গিয়েছে। অভিযুক্তদেরও খোঁজ চলছে।

সাতসকালে এমন একটি ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবে আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের সূত্রপাত। ইয়াদের দোকানে গিয়েছিলেন কবিরুল শেখ নামে এক যুবক। আততায়ীদের 'টার্গেট' ছিলেন তিনি-ই। তবে গুলি কবিরুলের গায়ে না লেগে দোকনদার বিশুর বুকে লাগে। তাঁকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। ইতিমধ্যে বিশুর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, জুয়াড়ি হিসাবে এলাকায় পরিচিত কবিরুল। জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করেই হয়তো তাঁর সঙ্গে শত্রুতা হয় আততায়ীদের।

সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাদ পড়বেন তন্ময়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ শ্লীলতাহানির অভিযোগের জের। এবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকেও বাদ পড়তে চলেছেন তন্ময় ভট্টাচার্য। বিরোধীরা তো বটেই, নিজের দলের অন্দরেও ভর্ৎসিত হচ্ছেন এই নেতা। আর জি কর আবহে নারী সুরক্ষা নিয়ে মাঠে নামা সিপিএম এবার তন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়েছে। আর তাই আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়েই তরুণী সাংবাদিককে শ্লীলতাহানির ঘটনায় তড়িঘড়ি সাসপেন্ড করা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা সিপিএমের এই দাপুটে নেতাকে। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হবে না, মনে করছে দলেরই একাংশ। যে কোনও ঘটনাকেই খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে বঙ্গ সিপিএম। কিন্তু দলের রক্তক্ষরণ কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। একের পর এক ভোটের ফলেই তা প্রমাণিত। এই আবহে তন্ময় ভট্টাচার্যকে তড়িঘড়ি সাসপেন্ডের পর আসন্ন জেলা সম্মেলনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী থেকেও তাঁকে বাদ দিতে চলেছে আলিমুদ্দিন। আগামী জানুয়ারি মাসে উত্তর ২৪ পরগনা সিপিএমের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এমনিতেই এর আগে জেলা সম্মেলনে তন্ময় ভট্টাচার্যকে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য করা নিয়ে চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তন্ময় ও তাঁর গোষ্ঠীর কাছে হার মানতে হয়েছিল আলিমুদ্দিনকে। কারণ, পার্টির গাইড লাইন অনুযায়ী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে তাঁরাই থাকতে পারবেন, যাঁরা হোলটাইমার। অবসর না নেওয়া পর্যন্ত চাকরি করেছেন, পেনশনভোগী বা ব্যবসা করেন, এমন নেতারা থাকতে পারবেন না জেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে। এরকম মানুষকে যদি নিতেই হয় তা হলে আমন্ত্রিত সদস্য করতে হবে। কিন্তু নিজেদের যৌবন কমিউনিস্ট পার্টির জন্য উৎসর্গ না করেও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হয়ে গিয়েছেন তন্ময় ভট্টাচার্য-সহ আরও দু'জন। আগের জেলা সম্মেলনে নন-হোলটাইমারদের সম্পাদকমণ্ডলীতে নেওয়া নিয়ে জেলা কমিটির বৈঠকে তীব্র বিতণ্ডা হয়েছিল। তন্ময় শিবিরের পক্ষে যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল, তিনি পার্টি থেকে সাম্মানিক হিসাবে ১ টাকা নেন। ফলে আগের জেলা সম্মেলনে তন্ময় ভট্টাচার্যকে রাখা নিয়ে বিতর্ক ছিলই।

ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুলে। বুধবার সকালে সায়েন্স সিটির কাছে মা উড়ালপুলে দ্রুত গতিতে আসা একটি গাড়ি একটি ট্যাক্সির পিছনে ধাক্কা মারে। আহত হয়েছেন গাড়ির চালক। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যানজট তৈরি হয়। আহত চালককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বুধবার সকালে সায়েন্স সিটির কাছে একটি ট্যাক্সির সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুত গতিতে পিছন থেকে এসে ওই ট্যাক্সিতে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনার অভিঘাতে দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে গাড়ির সামনের অংশ। আহত হয়েছেন গাড়ির চালকও। তবে আঘাত গুরুতর নয়। তাঁকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গাড়িটিকে আটক করেছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে দুর্ঘটনার জেরে উড়ালপুলে যানজটের সৃষ্টি হয়। বেশ কিছু ক্ষণের জন্য ব্যহত হয়েছে যান চলাচল। পরে পুলিশের তৎপরতায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি সরানো হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। প্রসঙ্গত, এক মাস আগেই মা উড়ালপুলে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডরেলে ধাক্কা মারার পর বাইক-সহ ছিটকে উড়ালপুল থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল আরোহীর।

আড়াই হাজার লোকের বিক্ষোভে দোকান ছেড়ে পালালেন রেশন ডিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ প্রতি সপ্তাহে রেশনের জিনিস পাওয়া দস্তুর। কিন্তু তিন মাস ধরে কেউ রেশনের জিনিস পাননি। এমনই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের ময়নাগোদিতে এক রেশন ডিলারের দোকানে চড়াও হলেন প্রায় আড়াই হাজার মানুষ। অভিযোগ, উপভোক্তাদের টিপসই সময় মতো নিয়ে নেন সুমন ভদ্র নামে ওই রেশন ডিলার। চালানও দেন। কিন্তু রেশনের জিনিস আর হাতে পান না উপভোক্তারা। তাই মঙ্গলবার রাতে গ্রামবাসীরা চড়াও হয়েছিলেন সুমনের রেশন দোকানে। বিক্ষোভের মাঝে ভয়ে দোকান ছেড়ে পালিয়ে যান ওই রেশন ডিলার। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, ঘটনাস্থলে যেতে হয় পুলিশবাহিনীকে। রেশন দোকানে যান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তার পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। শাহানুর রহমান নামে এক উপভোক্তার অভিযোগ, "সবার আঙুলের টিপসই নিয়ে কাগজ দিয়েও রেশনের সামগ্রী দিতে অস্বীকার করেন রেশন ডিলার। এই ভাবে তিন মাস চলছে। কোথায় যাচ্ছে ওই রেশনের জিনিস? মঙ্গলবার রেশনের জিনিসপত্র আসার খবর পেয়ে আমরা সবাই দোকানে এসেছি। কিন্তু রেশন ডিলার কোনও জবাব দিতে পারছেন না।" মঙ্গলবার রাতে ওই গন্ডগোলের খবর কানে যেতেই পাশের পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বারাসত-১ ব্লকের সভাপতি হালিমা বিবি-সহ তৃণমূলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। হালিমার দাবি, "দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন ওই রেশন ডিলার। তার ফলেই হয়তো রেশন সামগ্রী পেতে অসুবিধার মুখে পড়তে হয়েছে উপভোক্তাদের।" অন্য দিকে, উপভোক্তারা জানাচ্ছেন, তাঁরা ওই রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে খাদ্য দফতরেও অভিযোগ করেছেন। হালিমা জানিয়েছেন, বার বার রেশন ডিলারকে জানানো হয়েছিল রেশনের জিনিস উপভোক্তাদের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু কাজে গাফিলতির জন্য বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন। দোকান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় দত্তপুকুর থানার পুলিশ গিয়ে উপভোক্তাদের হাতে রেশন সামগ্রী ভাগ করে দেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

মনোনয়ন পেশ শান্তনু সেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ সিদ্ধান্ত বদল। আইএমএ রাজ্য শাখার সম্পাদক পদে মনোনয়ন পেশ করলেন ডা. শান্তনু সেন। আর জি কর কাণ্ডের পর ২২ সেপ্টেম্বর তিনি জানিয়েছিলেন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য শাখার নির্বাচনে তিনি আর লড়বেন না। দীর্ঘদিন ধরেই ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদক পদে দায়িত্ব সামলেছেন ডা. শান্তনু সেন। তবে গত আগস্টে আর জি কর কাণ্ডের পর তিনি বলেছিলেন, চিকিৎসকদের সংগঠনে রাজনৈতিক নেতাদের থাকা উচিত নয়। মাস দুয়েকের মধ্যেই সেই মত বদলালেন তিনি। তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠনের নেতা জানিয়েছেন, আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে আমি দাঁড়াব না। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের অনেক বরিষ্ঠ চিকিৎসক, প্রবীণ নেতা আমায় অনুরোধ করেছেন নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য। তাই এই সিদ্ধান্ত। শান্তনু সেনের দাবি, "ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ১৬০টি ব্রাঞ্চ আছে। একাধিক শাখা থেকে আমায় নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তাদের অনুরোধ আমি ফেলতে পারিনি। নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" গত ৫ বছর ধরে আইএমএ'র রাজ্য সম্পাদকের পদ সামলেছেন। আর জি কর আবহে ওই মন্তব্যের পর জল্পনা ছড়িয়েছিল তিনি ফের এই পদে লড়াই করবেন কিনা। অবশেষে মনোনয়ন দিলেন তিনি। আর জি কর বিতর্কে 'ক্ষুব্ধ' ছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা অপসারিত দলীয় মুখপাত্র শান্তনু সেন। একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন তিনি। এবার কি হয় সেটাই দেখার বিষয়।

ক্রীড়া-সংবাদ

ভুলে আর্জেন্টাইন ‘রদ্রি’কে গালাগাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ একজনের নাম রদ্রিগো হার্নান্দেজ কাসকান্তে। অন্যজনের নাম রদ্রিগো হাভিয়ের দে পল। বীজগণিতের ‘কমন’ নেওয়ার মতো দুটি নাম থেকে শুধু ‘রদ্রিগো’ নেওয়া যায়। সেখানেও একটু ঝামেলা থেকে যায়। ফুটবল–বিশ্ব একজনকে রদ্রিগো নামে চিনলেও অন্যজনকে চেনে রদ্রি নামে। এখন ধরুন, কোনো কারণে রদ্রির ওপরে আপনার রাগ জন্মেছে। তাঁকে কিছুটা গালমন্দও করতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু আপনি জানেন না, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রদ্রির অ্যাকাউন্ট আছে কি নেই! তারকা ফুটবলারদের অ্যাকাউন্ট না থেকে পারেই না—এমন একটা ধারণা থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলেন রদ্রিগোকে। নামেও মিল, চেহারায়ও কিছুটা, তাই সাতপাঁচ না ভেবে রদ্রিগো নামের সেই অ্যাকাউন্টেই ঘৃণাসূচক মন্তব্য ও বার্তা পাঠাতে শুরু করলেন রদ্রি ভেবে। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত, তাই না! আসলে ভক্তরা এমনই হন। সবাই হয়তো নন, কিন্তু অনেকেই এমন। গতকাল ব্যালন ডি’অর রাত থেকে রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থকদের এমন আচরণের শিকারই হয়েছেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘মিরর’ জানিয়েছে, ভিনির ব্যালন ডি’অর জিততে না পারার ক্ষোভটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রদ্রির ওপর ঝাড়তে চেয়েছেন রিয়ালের সমর্থকেরা। এবারের ব্যালন ডি’অর যে রদ্রির হাতে উঠেছে। কিন্তু এই সমর্থকদের জানা নেই, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রদ্রির কোনো অ্যাকাউন্ট নেই। তাই ক্ষোভটা ভুল ব্যক্তির ওপর ঝেড়েছেন রিয়ালের সমর্থকেরা। আর সেই বেচারা ভুল ব্যক্তিটি আতলেতিকো মাদ্রিদের আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। ইনস্টাগ্রামে প্রচুর ঘৃণাসূচক বার্তা ও মন্তব্য পেয়েছেন আর্জেন্টিনার হয়ে ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী রদ্রিগো। এক ভক্ত লিখেছেন, ‘কত সাহস, তুমি ভিনিকে ছিনতাই করো!’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ব্যালন ডি’অর তোমার প্রাপ্য নয়।’ রিয়ালের আরেক সমর্থকও ডাকাতির অপবাদ দিয়েছেন রদ্রিগোকে, ‘তুমি ভিনিকে ছিনতাই করেছ।’ রদ্রিগো ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ১৪ ও ১৬ অক্টোবর যে দুটি পোস্ট করেছেন, সেখানে এমন ঘৃণাসূচক মন্তব্য দেখা গেছে। তবে পাল্টা জবাব দিতে রদ্রিগোর ভক্তরাও চুপ থাকেননি। এগিয়ে এসেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) ভারতের তৈরি করা ইনস্টাগ্রাম অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট এএফএ ইন্ডিয়াও। তাঁরা ভুল শুধরে দিতে ১৬ অক্টোবর করা রদ্রির পোস্টে লিখেছে, ‘সবাই শান্ত হন। সে বিশ্বকাপজয়ী রদ্রি।’ রদ্রিগোর সমর্থকদের একজন লিখেছেন, ‘রিয়ালের সমর্থকেরা অবিশ্বাস্য।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘রিয়াল মাদ্রিদের ভাঁড়রা এখানে এসে বলছে, ব্যালন ডি’অর ছিনতাই করা হয়েছে’।

নিউইয়র্কে হতে পারে ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। তবে ক্রিকেটারদের অলিম্পিক ভিলেজে থাকার অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। অলিম্পিকের শহর লস অ্যাঞ্জেলেসে নয়, ২০২৮ অলিম্পিকে ক্রিকেট হতে পারে চার হাজার কিলোমিটার দূরে নিউইয়র্কে। ভারতের টেলিভিশন দর্শকের কথা মাথায় রেখেই এ চিন্তাভাবনা করছেন আয়োজকেরা। অলিম্পিকে ক্রিকেট সর্বশেষ হয়েছে ১৯০০ সালে। প্যারিসে অংশ নিয়েছিল মাত্র দুটি দল। দুই দিনের ম্যাচে স্বাগতিক ফ্রান্সকে হারিয়ে সোনা জেতে গ্রেট ব্রিটেন। ১২৮ বছর পর ২০২৮ সালে অলিম্পিকে ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগেই হবে ক্রিকেট। টুর্নামেন্টের কাঠামো এখনো ঠিক হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আটটি দল দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলতে পারে, এরপর সেমিফাইনাল, ফাইনাল ও ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচ। ক্রিকেট যে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে না হয়ে নিউইয়র্কে হতে পারে, সেটির ইঙ্গিত গত সপ্তাহে দিয়েছেন ২০২৮ অলিম্পিকের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ক্যাসি ওয়াসেরমান। টেক্সাসে এক কনফারেন্সে ওয়াসেরমান বলেন, ভারতের টেলিভিশন দর্শকের কথা মাথায় রেখেই এমন পরিকল্পনা। নিউইয়র্কের সঙ্গে ভারতের সময়ের পার্থক্য সাড়ে ৯ ঘণ্টা। লস অ্যাঞ্জেলেস–ভারতের সময়ের দূরত্বটা সাড়ে ১২ ঘণ্টার। ৩ ঘণ্টার এই পার্থক্যই কাজে লাগাতে চাচ্ছেন আয়োজকেরা। তবে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমসকে আইসিসি জানিয়েছে, এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ২০২৮ অলিম্পিকে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্তির পেছনে ভারতসহ উপমহাদেশের দর্শক ও সম্প্রচারস্বত্ব চুক্তির বিপুল অর্থের ভূমিকাই ছিল প্রধান। এ মুহূর্তে নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের মতো কোনো স্টেডিয়াম নেই।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ নভেম্বরে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩টি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। আগামী ৪ নভেম্বর মেলবোর্নে প্রথম ওয়ানডে দিয়ে শুরু অস্ট্রেলিয়ার এবারের আন্তর্জাতিক ঘরোয়া মৌসুম। সেই সিরিজ শুরুর ২০ দিন আগেই ১৪ অক্টোবর স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজেরও দল দিল জর্জ বেইলির নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। অস্ট্রেলিয়ার এই দলকে দ্বিতীয় সারির বলাই যায়। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, মিচেল মার্শ, ট্রাভিস হেড, জশ হ্যাজলউড, ক্যামেরন গ্রিনদের কেউই যে নেই! মার্শ ও হেড পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকবেন। মেরুদণ্ডের নিচের অংশে অস্ত্রোপচার করানোর পর গ্রিন আছেন পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায়। আর এই সিরিজ শেষেই ভারতের বিপক্ষে বোর্ডার–গাভাস্কার ট্রফি থাকায় বিশ্রামে থাকবেন কামিন্স–স্টার্করা। ১৩ সদস্যের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পাদের মতো অভিজ্ঞরা থাকলেও এখনো অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেনি সিএ। টেস্ট ও ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে অনেক দিন হলো নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন কামিন্স। টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল মার্শকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে হেডও এক ম্যাচে অধিনায়কত্ব করেছেন। কিন্তু পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৪ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁদের কেউ না থাকায় সিএকে নতুন অধিনায়ক খুঁজতে হচ্ছে। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠায় দলে ফিরছেন ৩ পেসার—জাভিয়ের বার্টলেট, স্পেন্সার জনসন ও নাথান এলিস। তাঁদের ব্যাপারে প্রধান নির্বাচক বেইলি বলেছেন, ‘এটি তাদের জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের সামর্থ্য দেখানোর আরেকটি সুযোগ, যেমনটি তারা অতীতেও করেছে।’ সিএ তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান জশ ইংলিস, লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা অথবা টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ম্যাথু শর্টকে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের অধিনায়ক করা হতে পারে।

অবসর নিয়েই অস্ট্রেলিয়ার সহকারী কোচ ম্যাথু ওয়েড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ম্যাথু ওয়েড। আজ সেই ঘোষণা দেওয়ার পরপরই অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলে সহকারী কোচের চাকরিও পেয়ে গেছেন ৩৬ বছর বয়সী ওয়েড। দলটির সাবেক অধিনায়ক আগামী মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে কাজ করবেন। ১৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শেষ ম্যাচটি ওয়েড খেলেছেন গত জুনে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। এর আগে গত মার্চে লাল বলের ক্রিকেট থেকেও অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন ওয়েড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে কোচিংয়ে পা রাখলেও হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে বিগ ব্যাশ লিগ এবং আরও কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলা চালিয়ে যাবেন ওয়েড। পাকিস্তানের বিপক্ষে তারুণ্যনির্ভর এক দলই ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিতে পাকিস্তানের সিরিজের দলের সঙ্গে নেই অস্ট্রেলিয়ার মূল কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ও তাঁর সহযোগীরা। পাকিস্তান সিরিজের টি-টোয়েন্টি দলের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন আন্দ্রো বোরোভেক। বোরোভেকের সহকারী হিসেবেই কাজ করবেন ওয়েড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিতে গিয়ে ওয়েড বললেন চিন্তাভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া, ‘সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরেই আমার মনে হয়েছে, সম্ভবত আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার এখানেই শেষ। গত ছয় মাসে জর্জ বেইলি ও অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কথা বলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ খেলা ছাড়ার পর কোচিংয়ে যোগ দেওয়ার ভাবনাও মাথায় ছিল বলেই জানালেন ওয়েড, ‘কয়েক বছর ধরেই কোচিংয়ের কথাটা মাথায় ছিল। ভাগ্যক্রমে ভালো সুযোগই পেয়ে গেলাম। আমি খুব রোমাঞ্চিত এ নিয়ে।’ ১৩টি টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করা ওয়েড বললেন সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে ভালো করতে পারলে হয়তো আরও কিছুদিন খেলা চালিয়ে যেতেন।

অনেক বিব্রতকর রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ ১১১—নেলসন’স নাম্বার! ক্রিকেটে সংখ্যাটা ‘অপয়া’ বলে মনে করেন অনেকে। প্রচলিত আছে, ভাইস-অ্যাডমিরাল নেলসন শেষ বয়সে গিয়ে একটি চোখ, একটি বাহু ও একটি পা হারিয়েছিলেন। প্রচলিত সেই ধারণা থেকেই ১১১ নিয়ে এমন কুসংস্কার! তা হঠাৎ করে কেন নেলসন’স নাম্বার নিয়ে কথা বলা! আজ যে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের ১১১তম দিন। খেলোয়াড় হিসেবে দুটি বিশ্বকাপ জেতা গম্ভীর রোহিত শর্মা–বিরাট কোহলিদের কোচ হওয়ার পর অনেকে ভেবেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়ের পথ অনুসরণ করে তিনিও দলকে দারুণ কিছু সাফল্য এনে দেবেন। ভিন্ন অভিমতও ছিল। কেউ কেউ দাবি করেছিলেন, ভারতের কোচ হিসেবে খুব একটা সফল হতে পারবেন না গম্ভীর। মেয়াদ চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই ভারতীয় দল যতগুলো বিব্রতকর রেকর্ড ও তেতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে গম্ভীরকে ভবিষ্যতের ব্যর্থ কোচ দাবি করা মানুষেরাই সঠিক প্রমাণিত হবেন! গত ৯ জুলাই গম্ভীরকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ৪৩ বছর বয়সী সাবেক এই ব্যাটসম্যানের কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু হয় ২৭ জুলাই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে। তখন থেকে গত পরশু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ হওয়া পুনে টেস্ট পর্যন্ত তিন সংস্করণ মিলিয়ে গম্ভীরের অধীনে ১৩ ম্যাচ খেলেছে ভারত। জিতেছে ৮টি, হেরেছে ৪টি, টাই করেছে ১টি। জয়ের নিরিখে সাফল্যের হার ৬১.৫৪%, যেটাকে যথেষ্ট ভালোই বলা যায়। কিন্তু গম্ভীরের কোচিংয়ে মাত্র ১৩ ম্যাচেই ভারত ৯টি বিব্রতকর রেকর্ড গড়েছে বা বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে। এত অল্প সময়ে অন্য কোনো কোচের অধীনে ভারত এত বাজে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে কি না সন্দেহ। শুরুটা অবশ্য ভালোই হয়েছিল। গম্ভীরের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই শ্রীলঙ্কাকে তিন ম্যাচের সিরিজে ধবলধোলাই করে ভারত। তবে সনাৎ জয়াসুরিয়ার কোচিংয়ে লঙ্কানরা ওয়ানডে সিরিজেই গম্ভীরকে মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখিয়ে দেয়। তিন ম্যাচের সিরিজটা ২–০ ব্যবধানে জিতে নেন আসালাঙ্কা–হাসারাঙ্গারা। অন্য ম্যাচটি হয় টাই। এটি ছিল ২৭ বছর পর শ্রীলঙ্কার কাছে ভারতের ওয়ানডে সিরিজ হার। ওই সিরিজের তিন ম্যাচেই অলআউট হয়েছে ভারত। তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের সব কটিতেই গুটিয়ে যাওয়ার ঘটনাও সেটি প্রথমবার। লঙ্কান স্পিনারদের বলে সিরিজজুড়ে হাপিত্যেশ করতে দেখা গেছে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের। শ্রীলঙ্কার ছয় স্পিনার মিলে সিরিজে নিয়েছিলেন ২৭ উইকেট, যা তিন ম্যাচের কোনো ওয়ানডে সিরিজে স্পিনারদের বলে একটা দলের সবচেয়ে বেশি উইকেট হারানোর বিব্রতকর রেকর্ড। তিন ম্যাচে ভারতের ৩০ উইকেটের মাত্র দুটি নিয়েছেন পেসার আসিতা ফার্নান্ডো, অন্য উইকেটটি রানআউট। এ বছর ভারতের ওই তিনটি ওয়ানডে ম্যাচই ছিল। রোহিতের দল পরবর্তী ওয়ানডে ম্যাচ খেলবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এর অর্থ, ২০২৪ সালটা কোনো ওয়ানডে ম্যাচ না জিতেই শেষ করবে ভারত।

বক্স অফিস

‘দুকোটি না দিলে’, ফের প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ প্রথমে বন্ধু বাবা সিদ্দিকির হত্যা। তার পর একের পর এক খুনের হুমকি। দিওয়ালিতেও রেহাই নেই সলমন খানের। ফের খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এবার মুম্বই পুলিশের ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছে এই হুমকি বার্তা এসেছে বলেই খবর। বিষয়টি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন সলমনের অনুরাগীরা। জানা গিয়েছে, ট্রাফিক কন্ট্রোলরুমে আসা হুমকি বার্তাতে দুকোটি টাকা দাবি করা হয়েছে। তা না পেলে সলমন খানকে শেষ করে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। কে বা কারা এই ধরনের হুমকি বার্তা পাঠিয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। অজ্ঞাতপরিচয় অভিযুক্তর বিরুদ্ধে একটি খুন ও তোলাবাজির অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলায় নাম জড়ানোর পর থেকেই লরেন্স বিষ্ণোইর নেতৃত্বাধীন বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় সলমন খান। আতঙ্ক বাড়ে বাবা সিদ্দিকির হত্যাকাণ্ডের পর থেকে। দশেরার দিন বাবা সিদ্দিকিকে হত্যা করা হয়। পূর্ব বান্দ্রায় বাজি ফাটাচ্ছিলেন এনসিপি নেতা। সেই সময়ই তার উপরে দুষ্কৃতীদের হামলা হয়। আচমকাই সেখানে হাজির হয় তিন দুষ্কৃতী। তারা লাগাতার গুলি চালাতে থাকে। গুলি ফুঁড়ে দেয় সিদ্দিকির শরীর। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় সিদ্দিকির। ঘটনায় একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান সলমন। অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন তিনি। কিন্তু হুমকির শেষ নেই। আগেও হুমকি বার্তা পাঁচ কোটি টাকার দাবি করা হয়েছিল। ঘটনার অভিযুক্ত হিসেবে জামশেদপুরের এক সবজি বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন আগে আবার সলমন খান ও বাবা সিদ্দিকির ছেলে বিধায়ক জিশান সিদ্দিকিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ নয়ডা থেকে ২০ বছরের এক যুবককে পাকড়াও করা হয়েছে।

হনুমানদের খাওয়াতে ১ কোটি দান অক্ষয়ের

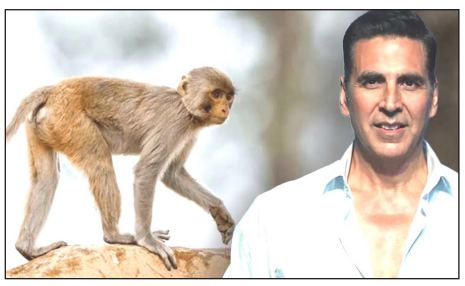

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ বহুদিন ধরেই ফ্লপের মুখ দেখছেন অক্ষয় কুমার। বক্স অফিসে একসময় যে কামাল দেখাতেন তিনি, তা আজ ইতিহাস। আর তাই তো নিজের কপাল ফেরাতে কখনও দরগা, তো কখনও মন্দিরে অর্থদানে মন দিয়েছেন বলিউডে আক্কি কুমার। তবে এবার কোনও মন্দির বা দরগা নয়, বরং অযোধ্যার হনুমানদের খাবারের দায়িত্ব নিলেন খিলাড়ি কুমার। তথ্য অনুযায়ী, দীপাবলীর আগে ১ কোটি টাকা দিলেন অযোধ্যার হনুমানদের। শুক্রবার মুক্তি পেতে চলেছে রোহিত শেট্টির দিওয়ালি বাম্পার সিংহম এগেইন। এই ছবিতেই একেবারে অ্যাকশন অবতারে দেখা যাবে অক্ষয়কে। নিন্দুকরা বলছেন, এই ছবির প্রচারের জন্যই নাকি এমনটি করেছেন অক্ষয়। তবে তথ্য বলছে, অক্ষয় নরেন্দ্র মোদির গুণমুগ্ধ। এ বার অযোধ্যার অঞ্জনা সেবা ট্রাস্টে কোটি টাকা দান করলেন খিলাড়ি কুমার। তাও আবার অযোধ্যার হনুমানদের খাবার খরচ হিসেবে। অক্ষয় ঘনিষ্ঠরা বলছেন, অক্ষয় বিশ্বাস করেন জীবজন্তুরা ভারতীয় সভ্যতা ও পুরাণের সঙ্গে জড়িত। তাই তাদের দেখভালের জন্য এই অর্থ সাহায্য। তবে এই নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি অক্ষয়ের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অক্ষয় বলেছেন, বলিউডের দুঃসময়ের জন্য পুরোটাই দায়ী তিনি। অক্ষয়ের কথায়, “হিন্দি ছবি চলছে না, এই দোষ আমার এবং বলিউডের সঙ্গে যুক্ত সবার। দর্শকদের এ ব্যাপারে কোনও দোষ নেই। আমার মনে হয় সময় এসেছে নিজেকে পরিবর্তন করার। দর্শকরা ঠিক কী দেখতে চাইছেন সেটা আগে বুঝতে হবে। না হলে আমাদের বলিউড একেবারে ডুবে যাবে।”

‘গ্রে ডিভোর্স’-এর পথেই অভিষেক-ঐশ্বর্য?

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চনের বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। শোনা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই নাকি ডিভোর্সের দিকে এগিয়েছেন তাঁরা। অনেক দিন হল শ্বশুরবাড়িতে থাকছেন না ঐশ্বর্য। মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনকে নিয়ে আলাদা থাকছেন নায়িকা। শোনা যাচ্ছে, অভিনেত্রী নিমরত কৌরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন অভিষেক। সেখান থেকেই নাকি যত সমস্যার সূত্রপাত। এবার প্রকাশ্যে এল আরও এক নতুন তথ্য। শোনা যাচ্ছে, গ্রে ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন তাঁরা। আগে এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে কারও ধারণা ছিল না। এই গ্রে ডিভোর্স বিষয়টি কী? দীর্ঘদিন বিবাহিত সম্পর্কে থাকার পর কোনও দম্পতি যদি বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই প্রক্রিয়াকে গ্রে ডিভোর্স। এক্ষেত্রে অভিষেক-ঐশ্বর্যর বিয়ের বয়স প্রায় ১৬। তাঁরাও নাকি এই পথেই হাঁটছেন। সাধারণত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায় না বলেই শোনা যায়। আপাতত অভিষেক-নিমরতের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। এই ‘দশভি’ মধ্যে দিয়েই অভিষেকের সঙ্গে সখ্য বাড়ে তাঁর, বলিউডের গুঞ্জন এমনটাই। নিমরতের এক বোন রয়েছেন, তাঁর নাম রুবিনা। রুবিনা পেশায় একজন মনস্তত্ত্ববিদ। সাম্প্রতিক কালের রটনা এই নিমরতের কারণেই নাকি দূরত্ব বেড়েছে অভিষেক-ঐশ্বর্যার। এও শোনা যাচ্ছে তাঁরা নাকি বিয়েও করবেন। এ নিয়ে কোনও মন্তব্যই করেননি নিমরত। এই সব আলোচনার মধ্যেই এ দিন এক পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। পোস্টটি তাঁর প্রয়াত পিতা শহিদ ভূপিন্দর সিংকে নিয়ে। বাবার মূর্তির সামনে তিনি জানিয়েছেন তাঁর অন্তরের সীমাহীন শ্রদ্ধা।

দীওয়ালির আগেই সুখবর আছে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩০ অক্টোবরঃ জুন মাসে তাঁর বিয়ের পর পরই তাঁকে দেখা গিয়েছিল মেডিক্যাল ক্লিনিকে। বিয়ের পর পরেই ছড়িয়ে পড়েছিল খবরটা। শোনা গিয়েছিল অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা সন্তান সম্ভবা। তার পর অবশ্য সেই সব আলোচনাই নশ্যাত্ করে দেন নায়িকা। বিয়ের চার মাস কাটতে না কাটতেই আবার সেই একই আলোচনা। শোনা যাচ্ছে, নায়িকার স্বামী জাহির ইকবাল আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁদের পরিবারে নাকি নতুন সদস্য আসতে চলেছে। দিওয়ালি পার্টির একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁদের কোলে রয়েছে একটি ছোট পোষ্য। সেই ছবিতে নাকি অনেকেই সোনাক্ষীর বেবিবাম্প দেখতে পেয়েছেন। যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিস্তর আলোচনা। এই প্রথম নয়, এর আগেও অনেকবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছিল নায়িকার নাম। বিয়ের পর নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অভিনেত্রী তার পরেই রটে যায় খবর। বিয়ের সপ্তাহখানেক পরেই হাসপাতালের বাইরে দেখা যায় সোনাক্ষীকে। যা চোখ এড়ায়নি অনুরাগীদের। ছবি শিকারীরা সঙ্গে সঙ্গে নায়িকার ছবি তুলতে থাকেন। তখনই অনেকে ধরে নিয়েছিলেন অন্তঃসত্ত্বা অভিনেত্রী। তবে তেমনটা যে নয় সে কথা আগেই বোঝা গিয়েছিল। আর সে সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। সেই জন্যই আসলে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তাঁদের। প্রসঙ্গত, এর আগে শোনা গিয়েছিল জাহিরকে বিয়ে করা নিয়ে বিশেষ খুশি হননি শত্রুঘ্ন সিনহা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, “আমাকে সবাই জিজ্ঞাসা করছে আমি কেন জানি না বিয়ের ব্যাপারে! আমি একটাই কথা বলতে পারি আজকালকার বাচ্চারা বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে তো কিছু করে না, শুধু জানায় যে কী করতে চলেছে। আমি এখন দিল্লিতে রয়েছি। ভোটের ফলাফলের পর আমি এখানে এসেছি। তাই সোনাক্ষী কী করবে তা নিয়ে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। ও এখনও আমাকে কিছু জানায়নি। যখন জানাবে আমি ও আমার স্ত্রী ওকে নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করব। ও ভাল থাকুক এটাই তো বাবা হিসেবে চাই।” যদিও পরবর্তীতে শত্রুঘ্ন নিজেই জানান, মেয়ের বিয়ের সিদ্ধান্তে তিনি বেজায় খুশি। প্রাণভরে করেন আশীর্বাদ।